R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ ৩৫শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৪ঠা মাঘ বুধবার, ১৪১৭। ১৯ই জানুয়ারী ২০১১ সাল। | নগদ মূল্য : ২ টাকা বার্ষিক : ১০০ টাকা

মাস তিনেক আগে সুপারের দায়িত্ব পেয়েও জঙ্গিপুরে আসতে পারেননি ডাঃ শাশ্বত কাদের চক্রান্তে ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতালে স্থায়ী সুপার না থাকায় সব বিভাগেই অরাজকতা চলছে। অথচ মাস তিনেক আগে মহেশাইল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ব্লক মেডিক্যাল অফিসার শাশ্বত মণ্ডলকে জঙ্গিপুরে সুপারের দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু মহেশাইল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাঁর জায়গায় এখন পর্যন্ত কেউ না আসায় শাশ্বতবাবু জঙ্গিপুরের দায়িত্ব নিতে পারছেন না। তাঁকে সুপারের দায়িত্ব না দেবার ব্যাপারে জঙ্গিপুর হাসপাতালের কয়েকজন ফাঁকিবাজ ডাক্তারের প্রভাব কাজ করছে বলে অনেকের ধারণা। একজন দক্ষ প্রশাসক হিসাবে ডাঃ শাশ্বত মণ্ডল জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গুরুত্ব পেয়েছেন। জঙ্গিপুর হাসপাতালের অস্থায়ী সুপার জঙ্গিপুরের এ.সি.এম.ও.এইচ. ডাঃ বিষ্ণুচরণ বাগ নিজের দপ্তর সামলিয়ে হাসপাতালে সেরকম সময় দিতে না পারায় সেখানে প্রশাসন বলতে কিছু নেই। ফিমেল ওয়ার্ডে লেবার ওয়ার্ডে রাতদিন বাইরের লোকের ভিড়। গেট ম্যান তার ডিউটি ঠিকভাবে করেন না – এটা তারই প্রমাণ। কয়েকজন ডাক্তার নিজেদের সুবিধা মতো ডিউটি রোষ্টার তৈরী করে নিয়ে বেশ ভালোই আছেন। গাছেরও খাচ্ছেন। তলারও কুড়োচ্ছেন। স্থানীয় নার্সিংহোমগুলোকে চাঙ্গা রাখতে এবং নিজেদের আখের গোছাতে বেশীভাগ ডাক্তারই মানবিকতা ত্যাগ (শেষ পাতায়)

সামসেরগঞ্জ ব্লকে কংগ্রেস কোন্দলই দলের পতন ঘটাবে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমায় সামসেরগঞ্জ বিধানসভা এবারে নতুন কেন্দ্র। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এখানে দীর্ঘ ৩৪ বছর পর পঞ্চায়েত সমিতি পায় কংগ্রেস। এবং ৯টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৬টি দখল করে। এছাড়াও গত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ব্যাপক ভোট পায় এই এলাকায়। পৌর নির্বাচনে সামসেরগঞ্জের ধুলিয়ান পৌরসভা দখল নেয় বামফ্রন্ট। এখানে বিধান সভায় কংগ্রেসের প্রভাব ভালো থাকলেও কংগ্রেস দলের নেতৃত্বদের মধ্যে কোন্দল থাকায় পঞ্চায়েত সমিতি হাত ছাড়া হয়। ছ'জন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সিপিএমের সাথে যুক্ত হয়ে কংগ্রেসের সভাপতি তপন সরকারকে পরাস্ত করে আবার পঞ্চায়েত সমিতি দখল করে সিপিএম। অন্যদিকে গ্রাম পঞ্চায়েতেও চলছে অনাস্থার তোড়জোড়। জানা যায়, পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি তপন সরকার ও ফরাক্কার বিধায়ক মইনুল হকের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা লড়াই এর ফল। তপন সরকার এক সময় সিপিএম করতেন। পরে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। এর পরে আবার দল পরিবর্তন করে কংগ্রেসে। তিনি সভাপতি থাকাকালীন সিপিএম এর নেতা হাবিবুর রহমান (মাষ্টার) (যিনি কংগ্রেস কর্মী খুনের অভিযোগে জেল খেটেছেন) কংগ্রেস দলে যোগ দেন। পঞ্চায়েত ভোটে কংগ্রেস ভালো ফল করে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন তপন সরকার। এর পরেই শুরু হয় বিধায়ক বনাম সভাপতির ইগোর লড়াই। হাবিবুর রহমান বিধায়কের পক্ষে থাকায় (শেষ পাতায়)

নিছক মোটর সাইকেল চুরি না অন্য কিছু

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকার মঙ্গলজন গ্রাম থেকে গত ১৪ জানুয়ারী রাতে সংগাহীন অবস্থায় মোটর সাইকেল চুরির অভিযোগে ভেদু সেখ নামে একজনকে পুলিশ জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করে। বর্তমানে সে পুলিশ কাষ্টডিতে। প্রচণ্ড মারধোরে ভেদুর মাথা ফেটে গিয়ে প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হয়। মঙ্গলজনের বিপ্লব সেখ পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন – ভেদু তার বাড়ী থেকে মোটর সাইকেল চুরি করে হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়। ভেদুর সাগরেদ রঘুনাথগঞ্জ গাড়ী ঘাটের এক নার্সিং হোমের মালিকের ভাই ডালিম সেখ বেগতিক অবস্থায় তার প্রাইভেট কার ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পুলিশ গাড়ীটি সীজ করে আনে। এ প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, ভেদু সেখের বাড়ীও মঙ্গলজনে। তার কাকা কংগ্রেসের একজন প্রভাবশালী নেতা।

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের মাতৃবিয়োগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর শহরের প্রাচীন বাসিন্দা দুর্গারাণী ভট্টাচার্য্য (৮৩) গত ১৬ জানুয়ারী '১১ জঙ্গিপুর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সিপিএম নেতা মৃগাঙ্ক তাঁর একমাত্র পুত্র। ধর্মপ্রাণা দুর্গারাণী দীর্ঘ সময় তাঁর বাড়ী সংলগ্ন কালীমন্দিরে পূজার্চনা নিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা মতো কালী মন্দিরের পাশে ১৭ জানুয়ারী দুপুরে তাঁর শবদেহ সমাধিস্থ করা হয়।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান

গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা মাঘ বুধবার, ১৪১৭

শীতের বেলায়

শীতকে বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত ঋতু বলিয়া মনে করিলেও বোধ হয় তাহা বলা সঙ্গত হইবে না। শীতের উত্তুরে বাতাসে কনকনানি আছে আর সেই শৈত্য জীবজগতে রুক্ষতা বহিয়া আনে, ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই। গাছ-গাছালি হইতে পাতাও খসিয়া পড়িতে থাকে তাহাও দৃশ্যমান। কবিদের কেহ কেহ তাহাকে ভাল চোখে দেখেন নাই। বিশেষ করিয়া মুকুন্দরামের চোখে এবং অনুভবে শীত তেমন ভাল বলিয়া প্রতিভাত হয় নাই। তবে তাঁর দৃষ্টিকোণ ছিল সমাজের নীচে তলার মানুষের জীবন যন্ত্রণার দিকে। অবশ্য পাশাপাশি তিনি বলিয়াছেন 'পৌষে প্রবল শীত সুখী জনে।'

সময়ের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। পরিবর্তিত হইয়াছে সমাজ, জীবন, জীবনধারা। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও আসিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে। উত্তুরে হিমানীর আগমনের সাথে গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে নবান্নের মধ্য দিয়া সুচিত হয় পৌষ পার্বণের পালা। পিঠেপুলির গন্ধে ভরিয়া উঠে গৃহস্থের আঙিনা। মাঠে মাঠে শাকসব্জির সবুজ সমরোহে। হাটে বাজারে তাহাদের সজীব শ্যামল প্রদর্শনী। পল্লীর বাতাসে ভাসিতে থাকে তাতারসির গান, নলেন গুড়ের মিষ্ট মধুর গন্ধ।

ধান উঠিলেই গ্রামের মাঠে, বাগানে শুরু হইয়া যায় পৌষালো। এখনও তাহার ব্যতিক্রম নাই। বরং অনেক বেশি মাত্রা পাইয়াছে আয়োজনে, অনুষ্ঠানে। শহরে শীতের এখন বড় আকর্ষণ চড়ুই-ভাতি বা পিকনিক আর নানা ধরনের মেলানুষ্ঠান। পিকনিক স্পট এখন নানা স্থানে। কুশীলবদের কুচকাওয়াজ সেই সব স্থানে মাইকে নিনাদিত, নিবেদিত চড়া সুরের গানে এবং তাহাদের দেহভঙ্গীর ছন্দিল কসরতে।

খেলার ময়দানেও তাহার উপস্থিতি। ক্রিকেটের পিচে চলিয়াছে বল আর বোলিং-এর গড়াগড়ি, ব্যাটে-বলে দস্তুর মতো লড়ালড়ি। শীতের গরম রোদ গায়ে মাখিয়া দর্শক সাধারণের উৎসাহ-উদ্দীপনা – উত্তেজনার উত্তাপে পারদের উঠা-পড়া। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় শীত যতই কষ্টদায়ক হউক, রুক্ষ ধূসর হউক, সে বহন করিয়া আনে প্রাণের, গানের উচ্ছলতা। শীতের মধ্যে রহিয়াছে বসন্তের পূর্বাভাস।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পুরসভাকে বলছি

পুর ভোটের আগে বৈতরণী পার হবার মতলবে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সব কিছুর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। ভোট অনেক মাস আগে চলে গেলেও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ভাগীরথীপল্লীতে কোন ডাষ্টবিন দেওয়া হয়নি আজ পর্যন্ত। এই বৈষম্য কতদিন চলবে? সেবা হালদার, ভাগীরথীপল্লী

হায় ইতিহাস, হায় সুভাষ

বরুণ রায়

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেস নেতৃত্ব বরাবরই ছিল ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণকামীদের হাতে। কাজেই বিদেশী শাসক ইংরেজদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আপোষ-আলোচনা চালিয়ে, সভা-সমিতিতে প্রস্তাব পাশ করে শাসকদের কাছ থেকে যতটুকু পারা যায় নিজেদের জন্য সুবিধা আদায় করে নেওয়াই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। দেশের অশিক্ষিত নিরন্ন বঞ্চিত মানুষরা সচেতন হয়ে নিজেদের প্রাপ্য অধিকার অর্জনের জন্য লড়াইয়ের ময়দানে নেমে আসুক, সংগ্রামের পতাকা তারা নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে রক্তমূল্যে বিদেশী (এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের তল্পিবাহক এদেশের শোষকদের) শোষকদের উৎখাত করুক এটা ছিল তাদের না-পসন্দ।

অখণ্ড স্বাধীন ভারত গড়ার লক্ষ্য প্রথম এ দেশে বেছে নেয় অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি বিপ্লবী দলগুলি। সশস্ত্র লড়াইয়ের পথে বিদেশী শাসকদের হটিয়ে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা তারা অর্জন করতে চেয়েছিল। তারা জানত, 'চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী'। রামধনু শুনিয়ে সাদা চামড়ার শোষকদের তাড়ানো যাবে না। বিদেশী ইংরেজদের এরা ছিল চোখের শূল। তাদের প্রচার যন্ত্র এদেরকে চিহ্নিত করেছিল 'সন্ত্রাসবাদী' হিসাবে। বিদেশী শাসকদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাদের দেশের নামাবলিধারী অহিংস কংগ্রেস নেতৃত্ব এদেরকে 'বিপথগামী' বলে প্রচার চালিয়েছে এবং সর্বপ্রযত্নে এদের এড়িয়ে গিয়েছে।

কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে সুভাষচন্দ্রই প্রথম সমস্ত ছুঁৎমার্গ ত্যাগ করে ব্যাপকতম ভিত্তিতে সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীকে একতাবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। দেশের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা অর্জনই ছিল তাঁর ধ্রুব লক্ষ্য। সেখানে হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন অবান্তর, শাসকদের সঙ্গে কোন রকম সমঝোতা বা আপোষ ভ্রষ্টাচার। প্রকৃত সেনাধ্যক্ষের মত তিনি জানতেন যে প্রভূত ক্ষমতাশালী ধূরন্ধর প্রতিপক্ষকে হারাতে হলে অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সঠিক সময়ে শত্রুকে নির্মম আঘাত হানতে হবে। লক্ষ্য যদি স্থির থাকে তাহলে রণনীতিতে শত্রুর শত্রু সাময়িকভাবে আমার মিত্র হতেই পারে।

বেপরোয়া লড়াকু সেনাপতি সুভাষচন্দ্র বরাবরই দক্ষিণপন্থী আপোষকামী কংগ্রেসী নেতাদের 'চোখের বালি' ছিলেন। সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছেন তখন এঁরাই তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন। আপোষহীন সংগামের ডাক দেওয়া এই নেতাকে সবরকমে অপদস্ত করে তাঁরা কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করেছিলেন।

কিন্তু এই বিতাড়িত, বিড়ম্বিত মানুষটিই তাঁর লক্ষ্যে অবিচল থেকে দেশের মাটি থেকে বহু দূরে আজাদ হিন্দ্ সরকার ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন করে – 'চলো দিল্লী' ডাক দিয়ে মরণপণ লড়াইয়ে নেমেছেন। 'তুম্ হাম্‌কো খুন দো, ম্যয় তুম্‌কো আজাদী দুঙ্গা' – এ কোন সৌখীন সভায় প্রস্তাবপাশকারী নেতার কণ্ঠের ডাক নয়। না-খেতে-পাওয়া মুমূর্ষু সেনাবাহিনী শত্রুর শত প্রলোভনকে উপেক্ষা করে এই নেতাকেই বলতে পারে – 'হাম গোলামিকে রোটি ঔর মখ্‌খনসে আজাদীকা ঘাম জাদা পসন্দ্ করতে হেঁ।'

আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রামই ১৯৪২ এর প্রথম গণ-সংগ্রাম এবং তৎপরবর্তী নৌবিদ্রোহ, পুলিশ ধর্মঘট, ছাত্র ধর্মঘট, ডাক-তার ধর্মঘটের অনুকূল ক্ষেত্র ও পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ব্যাপকতম গণ-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিপন্ন পর্যুদস্ত বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদকে চরম আঘাত হেনে অখণ্ড ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার সে এক অপূর্ব সুযোগ আমাদের এসেছিল। কিন্তু আমাদের দেশের ক্ষমতা ভিখারী নেতৃত্ব সেদিন ইংরেজদের সঙ্গে আপোষ করে দেশকে খণ্ডিত করে গদি নিয়ে কাড়াকাড়িতে মাতে।

পৃথিবীর স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এক বিরল ব্যক্তিত্ব। কোন একজন মানুষ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুভাষচন্দ্রের চেয়ে বেশি আলোড়িত করেননি, সংগ্রামকে চূড়ান্ত লক্ষ্য পথে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁর চেয়ে বেশি সফল নেতৃত্ব দেননি। দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সঞ্চার করে তাদেরকে জীবন আহুতি দিতে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারেননি।

অথচ এই মানুষটিকেই দেশে তাঁর নিজের দলের তাবড় নেতারা ষড়যন্ত্র করে দল থেকে বিতাড়িত করেছে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সংগ্রামকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের ভাড়াটিয়া দালালদের প্রচেষ্টা বলে চিহ্নিত করেছে। আমাদের দেশের 'আন্তর্জাতিক রাজনীতি পণ্ডিত' এক কংগ্রেসী মহানেতা ঘোষণা করেছিলেন সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারত অভিযান করলে তিনি অস্ত্র নিয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মৃত সৈনিকদের পবিত্র স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংসকারী 'ভারতপ্রেমিক' (!) বৃটীশ সেনাপতি মাউন্টব্যাটেন ও লেডি মাউন্টব্যাটেনকে নিয়ে নাচানাচি করতে এই নেতার বাধেনি। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সংগ্রামের সুফল পরবর্তীকালে নির্লজ্জভাবে নিজেদের কাজে লাগাতেও এই নেতাদের বাধেনি।

স্বাধীন ভারতবর্ষে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে আজাদ হিন্দ ফৌজ যথাযোগ্য মর্যাদায় অঙ্গিভূত হতে পারেনি, সরকারী অফিস আদালতে সুভাষচন্দ্রের আজও নিষিদ্ধ। অন্ত্যজ। স্বাধীন ভারতবর্ষের সরকারী ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সংগ্রামের ইচ্ছাকৃত অবমূল্যায়ন হয়েছে। আমাদের মরণজয়ী বিপ্লবীদের আত্মাহুতির যেন কোন গুরুত্ব নাই। দেশ বিদেশে ঢক্কা নিনাদে প্রচারিত হচ্ছে, অহিংস সংগ্রামের পথে নাকি স্বাধীনতা অর্জন করে আমরা বিশ্বে নতুন পথ দেখিয়েছি। 'সত্যমেব জয়তে'র উচ্চকণ্ঠ ঘোষণাবাণীর কি নির্মম পরিহাস, কি নির্লজ্জ ভণ্ডামি!

কিন্তু এটাই ইতিহাসের শেষ কথা নয়। এই লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও তাদের অন্যতম নেতা জনগণমনঅধিনায়ক সুভাষচন্দ্রকে মানুষের হৃদয় থেকে এভাবে নির্বাসিত করা যাবে না। একদিন না একদিন ইতিহাস তাঁদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বমহিমায় আপন অঙ্কে স্থান করে দেবে।

তব চরণরেখা ...

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

পৌষ সংক্রান্তি। উত্তরায়ণের শুরু। পিতামহ ভীষ্ম দেহ ছাড়ার জন্য ঐ সময়টার অপেক্ষায় ছিলেন শরশয্যায় বেশ কিছুদিন। ইংরেজীর জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝিই পরে। ঐ তিথিতে জন্মে ছিলেন সপ্তঋষির অন্যতম, মর্তে যিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত। বেদান্ত যাঁর দিশারী, শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁর গুরু, নরনারায়ণের সেবা যাঁর জীবন ব্রত, খাপখোলা তলোয়ার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে হোঁচট খেয়েছিলেন। বহু সাধু সন্ন্যাসীর ভণ্ডামী ভেঙ্গে পৌঁছেছিলেন দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে। রাণী রাসমণি প্রাতঃস্মরণীয়া মহীয়সী, কৈবর্তের জাত হয়েও যিনি ছিলেন মায়ের অষ্ট সখীর একজন, ব্রাহ্মণ না হয়েও যিনি খাঁটি ব্রাহ্মণী। তাঁর মা-ভবতারিণীর পুরোহিত সম্বন্ধে নানা কাহিনী শুনে একদিন সরাসরি জানতে চায়লেন 'আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন ?' আমাদের মতো ছাপোষা মানুষ হলে হাত কচ্‌লে 'অপরাধ নেবেন না' ইত্যাদি নানা নাটক করে বলতাম – "এতদিনের সাধনায় আপনার অনুভব কি ? অলৌকিক কিছু আছে ?" ওসব ন্যাকামী, ভয়, কে কি ভাবলো – থোড়ায় কেয়ার ! এই যে ভগবানকে, মাকে, আপনার কালীমাকে দেখেছেন কি ? যেমন বাঘা তেঁতুল তেমনি বুনো ওল ! ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন 'হ্যাঁগো – যেমন তোমাকে দেখছি ঠিক তেমনি আমার মাকে দেখেছি – কথাও কয়েছি !'

স্বামীজীর মাও ঠাকুরের মায়ের মতোই স্বপ্ন দেখেছিলেন মহাশক্তিরধর দেবশিশু জন্ম নিতে চলেছেন। ১২টি মশাল জ্বালিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ শেষ বয়সে। গৃহীদের তিনি অকাতরে দুধ, সর, ছানা বিলিয়েছিলেন। এ বারোজনকে দিয়েছিলেন খাঁটি ননী। ভুতুড়ে বাড়ীতে যারা সমস্ত টানকে পিছে ফেলে দিনরাত পাগলের মতো সাধন ভজনে ব্যস্ত। ধুনি জ্বেলে বিনিদ্র রাতে তেলাকুচার পাতা, আমড়া সেদ্ধ ভাত তা আবার মান পাতায়। পাশের বাড়ীর কলাগাছের পাতাও কাটতে দিতোনা। কেউ সিধে, ঘি, আতবচাল, আটা, পয়সা নিয়ে যায়নি।

বিরজা হোম করে গৃহী জীবনের পরিচয়সহ সব অগ্নিস্মাৎ করে নতুন নামে, নতুন প্রাণে জেগে উঠেছিলেন তাঁরা। একদিন পরিব্রাজক বিবেকানন্দ কন্যাকুমারীকায় সমুদ্রের জল সাঁতরে সেই দ্বীপে উঠে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে সিদ্ধিলাভ করলেন। জয় করলেন দেশ-বিদেশ। গড়লেন মিশন, মঠ। নানা জনে, নানা সংস্থা পরবর্তীতে নিজেদের মতো করে স্বামীজী, ঠাকুরকে ব্যাখ্যা করে চলেছেন। ধর্মীয় ব্যাপারটাকে উহ্য রেখে তাঁকে সমাজতান্ত্রিক বানানোর চেষ্টাও হচ্ছে। সর্বধর্ম সমন্বয়ের জন্য গান বেঁধে প্রচারে ভর রেখে বহু মিথ্যা কথা তাঁদের বাপ বেটাকে নিয়ে বলা হচ্ছে সরকারী বদান্যতা লাভের আশায়। একজন তো বলেই ছিলেন তাঁরা হিন্দুই নয়। হাইকোর্টে বৃদ্ধ বয়সে দাঁড়িয়ে ঐ মর্মে এফিডেবিট ! ১০ লাখী গাড়ী চড়ে, সোনার সূতোয় রুদ্রাক্ষ গেঁথে, এয়ারকণ্ডিশন ঘরের মৌতাত নিয়ে, আমিষভক্ষণকারী (যেহেতু ঠাকুর খেয়েছেন !) ঐসব ভোগ বিলাসীর দল ফাটা পা, তেলাকুচোপাতা সেদ্ধ ভাত খাওয়া, অসুখে-বিদেশ যাত্রায় অর্থাভাবে পড়া ঐ মহা মানবতার জন্যে নাকি প্রচার করে বেড়ায়। 'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর' – কথাটাকে এত উপহাস অন্য কেউ করতে পারেনি। এতদিনে ভারত সরকারের-শিকাগো মনে পড়েছে। নেতাজীর নামে কুকুরের ছাই জাপান থেকে নিয়ে আসার অপচেষ্টা করছে যারা, তারা স্বামীজীর কাছে পৈতা পেতে চায়ছে। গাঁয়ের-শহরাঞ্চলের কতশত দরিদ্র পরিবার আজো আটা গুলে খায়।

(শেষ পাতায়)

পরশমণি

(সুচিত্রা মিত্র স্মরণে)

শীলভদ্র সান্যাল

তুমি তো লাবণ্যধারা, প্রসারিত ভরা কূলে-কূলে
রবি-তীর্থ হ'তে ওই ব'য়ে এলে কণ্ঠে নিয়ে গান
অলকানন্দা তুমি, পূর্ণ কর পিপাসার্ত প্রাণ
জ্যোতির্লোকের পথে পূর্বের দুয়ার দিলে খুলে !
তুমি নর্মসহচরী, কৃষ্ণকলি ; কবীন্দ্র-দয়িতা
অধরামাধুরী স্বর্ণকণ্ঠে ধরো ঐশ্বর্যময়ী
তোমার একক ঋজু গায়কীতে মুগ্ধ হ'য়ে রই
রবীন্দ্র-প্রসাদ-ধন্যা, পুণ্যবতী ; তুমি নিবেদিতা।

আমরা এখন সব ক্ষিন্নপ্রাণ, রক্তের দোষে
উথলিয়ে ওঠে বিষ, লাঞ্ছনা, ক্লেদ আর দীনতা
স্বেচ্ছাচারী পেশিবল দাবি করে শুধু অধীনতা
আলোর পাখিরা সব পলাতক আসন্ন প্রদোষে।
এমন জর্জর দিনে তুমি এক কল্যাণ অপার
গানে গানে ভ'রে দিলে নীলাকাশ, তুমি সূর্যতপা।

Government of West Bengal
Office of the Superintendent
Berhampore Central Correctional Home
Berhampore, Murshidabad.

Memo No.217/FB **Dated : 12/01/2011**

DRAFT QUOTATION NOTICE

"Superintendent, Berhampore, Central Correctional Home invites sealed quotations for supply of Dietary Articles and Miscellaneous Articles for the period from 01/02/2011 to 30/06/2011. Quotation will be received up 11.00 A.M. on 19/01/2011. Details may be had from the office of the undersigned on any working day on application."

Sd/-
Superintendent
Berhampore Central Correctional Home

Memo No.55(2) D.I.C.O., Msd. Date13.1.11

তব চরণরেখা ... (৩য় পাতার পর)

প্রচণ্ড শীতে কম্বল পায়না, কত মেয়ের বিয়ে হয় না পণের দাপটে, কত ফুল অকালে ঝরে যায়। স্বামীজীর ফটোয় ঐ চোখ দুটোর দিকে তাকানো যায়না। বড় লজ্জা হয়। তিনি যেন গম্ভীর স্বরে চিৎকার করে বলছেন : হারামজাদা, তোদের আমি গীতা ফেলে দিয়ে মাঠে ফুটবল খেলতে বলেছিলুম ? সব জায়গায় যুবকদেরকে ঐ কথাটা খামচে নিয়ে বলে বলে আমাকেই নাস্তিক বানিয়ে দিলি ? আর, আমি যে বলে ছিলুম আগে ইংরেজদের হাত থেকে দেশমাকে উদ্ধার করে আয়, তারপর আমার কাছে বেদান্ত পড়তে আসিস ! কই এসব তো বলিস না ! চালাকী ! এই তামসীকতাই তোদেরকে হাজার হাজার বছর গোলাম করে রেখেছিল।

আমার বাপ – ঐ যে দক্ষিণেশ্বরের সেই পুরুতটা, আমাদেরকে ডেকে আনলো বলেই না এত সহজে দীপটা নিভবেনা। তবে তোদের আহার, বিহার, সংস্কার, ভোগবিলাস সবই দিনকে দিন বেদ বিরোধী হচ্ছে। তোরা ম্যাক্সমূলার, মেকলের ফাঁদটা চিনলিনারে। মাত্র দেড়শো বছরেই আঁধার ঘনিয়ে আনলি। কৃমিকীটের মতো ক্ষুদ্রমনা ও অখাদ্য সেবীরা কি মহাপুরুষদের জন্ম দিতে পারে ? ভালো আত্মাদের আনতে সাধনা চাই। মায়েরা তোরা সিংহবাহিনীর পুজো কর। ছোঁড়ারা-তোরা বেল পাতায় বুকের রক্ত দিয়ে মাকে অঞ্জলি দে – লেখ্ বন্দেমাতরম।

তরুণ কবি

মোঃ নুরুল ইসলামের অনবদ্য কবিতা গ্রন্থ

" দুনিয়া " প্রকাশের মুখে

যোগাযোগ - ৯৪৩৪৫৩১৭৩৫

বিজ্ঞপ্তি

বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

(ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়)

ফোন : ২৭১০০৩ / ৯৪৩৪১১৫৮৪১

শাখা ঃ রঘুনাথগঞ্জ / জংগীপুর / বাড়ালা

স্থাপিত – ১৯৭৭ (গভঃ রেজিষ্টার্ড)

২০১১ – ২০১২ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য ফর্ম দেওয়া শুরু হয়েছে। নার্শারী ও প্রিপারেটরী ক্লাসে তিন হতে চার বছরের শিশুদের ভর্তি করা চলে। প্রিপারেটরী হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য এ্যাডমিশন টেষ্ট দিতে হয়। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ –

১) **রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ হাইস্কুল (পুরাতন ভবন) পোঃ রঘুনাথগঞ্জ।**
(সময় সকাল ৭ টা হ'তে ১০টা পর্যন্ত।)

২) **জংগীপুর গার্লস হাইস্কুল, পোঃ জংগীপুর।**
(সময় সকাল ৭টা হ'তে ১০টা পর্যন্ত।)

৩) **বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ বাড়ালা**
(সময় সকাল ৭টা হ'তে ১০টা পর্যন্ত।)

বিঃ দ্রঃ – রঘুনাথগঞ্জ পারে জুনিয়ার হাই - ২০০৭ – ২০০৮ থেকে চালু হয়েছে।

এস.এন. চ্যাটার্জী, প্রিন্সিপ্যাল, রঘুনাথগঞ্জ বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

সামসেরগঞ্জ ব্লকে কংগ্রেস কোন্দলই দলের (১ম পাতার পর)

প্রথমে তপন সরকারকে ব্লক সভাপতি থেকে অপসারণ করেন। এর পরেই প্রকাশ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে কাদা ছোড়াছুড়ি শুরু করেন। তপন সরকার বেলাল ভবনে জেলা নেতাদের সামনে ফরাক্কার বিধায়ক মইনুল হকের বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নাম করে বহু টাকা আত্মসাৎ, ১৫ বছর বিধায়ক থাকলেও ধুলিয়ানে বিধায়ক কোটার একটি টাকাও খরচ করেননি বা ধুলিয়ানে কোন নেতাও তৈরী করেননি বলে অভিযোগ করেন। অপরদিকে ফরাক্কার বিধায়ক মইনুল হক নুর বিড়ির গোডাউনে এক কর্মী সভায় বলেন, তপন সরকার একজন ক্ষমতালোভী স্বার্থপর মানুষ। পঞ্চায়েত সমিতিতে প্রচুর দুর্নীতি আছে তার। ঠিকাদারদের একটি সংগঠন করে নিজেরা বহু টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলেও দাবি করেন বিধায়ক। নেতাদের এই ইগোর লড়াই সাধারণ কর্মীরা ভালো চোখে নিচ্ছেন না। বর্তমানে ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আবার হয়েছেন তপন সরকার। এইভাবে বারবার ব্লক ও টাউন সভাপতি পরিবর্তনের ফলে সাধারণ কর্মীরা তিতি বিরক্ত।

আফিডেবিট

আমি মানুয়ারা বিবি, স্বামী কুতুবুদ্দিন সেখ, দরগাপাড়া, পোঃ-কাশিয়াডাঙ্গা, থানা-রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ। মানুয়ারা বিবি এবং মানু পাল একই মহিলা প্রমাণে জঙ্গিপুর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে আফিডেবিট করলাম।

মাস তিনেক আগে সুপারের দায়িত্ব পেয়েও (১ম পাতার পর)

করেছেন। বাগড়ী মার্কেটের দু'নম্বর ওষুধ রোগীর পক্ষে ক্ষতিকারক জেনেও সাবলীলভাবে প্রেসক্রিপশন করছেন ডাঃ সত্য হাজরা, ডাঃ সোমনাথ সেন, ডাঃ এনামূল হক প্রমুখ চিকিৎসকেরা। হাসপাতালের দুটো এ্যাম্বুলেন্স মজুত থাকা সত্বেও রোগী পরিবহন হয় না। অথচ এ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার বা খালাসী মাসে মাসে তেলের খরচ ও ওভারটাইমের বিল করে মোটা টাকা তুলে নিচ্ছেন। মুমূর্ষু রোগীদের স্থান সংকুলানে জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জীর সহায়তায় স্টিল অথরিটি অব ইণ্ডিয়ার অর্থানুকূল্যে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এখানে বিল্ডিং তৈরী হলেও সেখানে না হয়েছে চাইল্ড ওয়ার্ড না হয়েছে বাড়তি রোগীর জায়গা। রোগীরা সেই মাটিতেই ঘরে-বারান্দায় গড়াগড়ি খাচ্ছেন। রোগীদের প্রয়োজনের জন্য আনা নতুন নতুন একাধিক খাট ডাক্তারদের রিক্রিয়েশন ক্লাবে ব্যবহার হচ্ছে। এখনও সেই আগের মতোই সপ্তাহে ৩/৪ দিন ডিউটি দিয়ে ডাঃ সত্য হাজরা, ডাঃ অনির্বাণ মুখার্জী, ডাঃ সোমনাথ সেন, ডাঃ মোসাররফ হোসেনের মতো চিকিৎসকেরা হাসপাতাল ছেড়ে বাইরে চলে যাচ্ছেন। আজও ডাঃ আশামুদ্দিন বিশ্বাস, ডাঃ প্রবীর সরকারের মতো কিছু ডাক্তার রাতে ইমারজেন্সী কল পেয়েও হাসপাতালকে উপেক্ষা করে চলেছেন। ক্ষমতাসীন দল বা এসোসিয়েশনকে মোটা টাকা চাঁদা দিয়ে এরা এইভাবেই কি পরিষেবা চালাবেন ?

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা

❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –

অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী
শ্রীরাজেন মিশ্র ও এস. রায়

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার

হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়

SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।